বাংলাদেশে দীর্ঘকালের অনাবৃষ্টি জনিত কারণে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে সাংঘাতিক এক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। বাংলার ১১৭৬ সনে সংঘটিত হবার কারণে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও বলা হয়ে থাকে। এই দুর্ভিক্ষ হেতু বাংলার জনসাধারণের ব্যাপক অংশ তথা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। এর পূর্বে তুর্কো-আফগান কিংবা মুঘল যুগে যখন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল তখন সরকারের পক্ষ থেকে প্রজাসাধারণের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এই দুর্ভিক্ষের প্রাবল্য খুব তীব্র ছিল না। কিন্তু ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে যে মন্বন্তর সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রাবল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের নৃশংসতার কারণে। প্রতিনিয়ত এই সময়

বাংলাদেশের গ্রামে, পথে ঘাটে অজস্র মানুষের প্রাণহীন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেতো। ক্ষুধার তাড়নায় এ সময় মা তার সন্তানকে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে এমন নজিরও পাওয়া গেছে।

মন্বন্তরের কারণ: ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে যে সমস্ত কারণে মন্বন্তর সংঘটিত হয়েছিল তার অন্যতম কারণগুলি হলো—

(ক) **দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা:** মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার রাজস্ব বা দেওয়ানী আদায়ের অধিকার লাভ করে কোম্পানি ভারতে তার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক আধিপত্য কায়েম করে। পূর্বের যাবতীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে কোম্পানি সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করে এবং রাজস্ব সময় মতো ও পরিমাণ মতো আদায়ীকৃত না হলে কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করার নীতি প্রবর্তিত হয়। ফলে অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানির কর্মচারীরা কৃষক সম্প্রদায়ের উপর মাত্রাতিরিক্ত জুলুম চালাতে শুরু করে।

(খ) **নতুন জমিদার শ্রেণির উদ্ভব:** জমিদার নামে পরিচিত জমির মালিকদের এ সময় কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদের কর্তব্য হলো কৃষকদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে কোম্পানির কাছে তা জমা দেওয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো এই জমিদার শ্রেণি নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের উপর ব্যাপক হারে অত্যাচার করে অধিক মাত্রায় রাজস্ব আদায় শুরু করে। এই অত্যাচারী রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। এরা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্বের পরও সরকারকে বিশেষ নজরানা বা ভেট দিত, যা দরিদ্র্য কৃষকদের কাছে থেকে বল প্রয়োগের দ্বারা আদায় করা হতো।

(গ) **প্রাকৃতিক কারণ:** বাংলা ও বিহারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে যে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তা চলে প্রায় ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যার অনিবার্য পরিণামে দেখা দেয় খরা ও শস্য ঘাটতি। এই অনাবৃষ্টির সূচনা কাল থেকেই ব্রিটিশ বণিকরা শস্য উদ্ধারের সঙ্গে তা প্রচুর পরিমাণে স্বল্প দামে ক্রয় করে মজুদ করে রাখে। এর পর যখন দীর্ঘকালীন অনাবৃষ্টিতে খরা দেখা দেয় তখন ওই মজুদ করে রাখা শস্য তারা অত্যন্ত উচ্চ হারে বিক্রয় করতে শুরু করে। খাজনার উচ্চ হার এবং সেই সঙ্গে উচ্চ মূল্যের শস্য ক্রয় করা দরিদ্র্য কৃষকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলে এর অনিবার্য পরিণতিতে দেখা

দেয় দুর্ভিক্ষ। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে তথা বাংলার ১১৭৬ সনের এই দুর্ভিক্ষের করাল প্রকোপে বাংলা, বিহারের বহু মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

বাংলার অর্থনীতিতে প্রভাব: প্রথমত, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। জনগণের অধিকাংশ মারা যায় এবং বেশির ভাগ জমি অকর্ষণযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে বাংলা এবং বিহারের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, কৃষকের সংখ্যা এ সময় জমির তুলনায় হ্রাস পায়। গ্রাম বাংলা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। লবণ, সোরা, সূতি, রেশম প্রভৃতির চাষ আবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষকের মৃত্যু ঘটার ফলে কৃষিকার্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, ছিয়াত্তরের এই মন্বন্তরে বাংলার শিল্পী ও কারিগর শ্রেণির একাংশ তথা তন্তুবায়, রেশম শিল্পী, লবণ মজুরদের অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। উপযুক্ত শ্রমিক এবং কারিগরের অভাবে বাংলার শিল্প উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পায়। দক্ষ ও কুশলী শ্রমিকদের মৃত্যুতে বাংলার বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি কোম্পানি প্রয়োজন ও সময়ানুযায়ী পণ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। চতুর্থত, দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপে বাংলা, বিহারের বহু জমিদার পরিবার চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোম্পানির সঙ্গে দালালি জনিত ব্যবসা করে এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়, যারা কোম্পানির থেকে পুরাতন জমি ক্রয় করে ওই স্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, যারা নিজেরা কলিকাতায় বসবাস করলেও নায়েব, গোমস্তা দ্বারা উচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করত। পঞ্চমত, দরিদ্র্য ও ক্ষুধা জর্জরিত সাধারণ মানুষ দেশের আইন শৃঙ্খলার ভার নিজেদের হাতে নেয়। এর অনিবার্য পরিণতি দেখা দেয় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে। ষষ্ঠত, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এক দিকে যেমন আশানুরূপ বাণিজ্য না হওয়ায় কোম্পানি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তেমনি ভারতবর্ষে যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে আর দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে না এই ধ্রুব সত্য কোম্পানির কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। মন্বন্তরের প্রবল ধাক্কায় দ্বৈত শাসন ব্যবহারের পরিসমাপ্তি ঘটে, বাংলার শাসন ভার কোম্পানি এর পর নিজ হস্তে তুলে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সপ্তমত, এই মন্বন্তর বাংলা দেশের দু'টি শিল্প, বিশেষত সূতি ও রেশমের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। দীর্ঘকালীন অনাবৃষ্টিতে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে তুঁতের চাষ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে কৃষক ও রেশম শিল্পীদের আপ্রাণ চেষ্ঠা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের পরে এই শিল্প ধংসের সম্মুখীন হয়। অষ্টমত, মন্বন্তরে খাদ্যের সঙ্গে যে মুদ্রা জনিত ঘাটতি দেখা দেয় তার ফলে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ও লেনদেন প্রক্রিয়া ব্যাপক ভাবে বিঘ্নিত হয়।